ঋণ খেলাপির দায়ে সিটি ব্যাংক পরিচালকের বন্ধকী সম্পদ নিলামে তুলছে ব্যাংক এশিয়া

সংগৃহীত ছবি

বকেয়া ঋণ আদায়ে জোরালো উদ্যোগ নিয়েছে ব্যাংক এশিয়া। পারটেক্স গ্রুপের একটি অঙ্গপ্রতিষ্ঠান পারটেক্স কোলের কাছে ১০০ কোটিরও বেশি টাকার ঋণ আদায়ে প্রতিষ্ঠানটির বন্ধক রাখা সম্পদ নিলামে তোলা হয়েছে।

পারটেক্স কোল পারটেক্স গ্রুপের অধীন একটি প্রতিষ্ঠান, যার মালিক রুবেল আজিজ—তিনি সিটি ব্যাংকের পরিচালকও।

ব্যাংক সূত্রে জানা যায়, গত মার্চ পর্যন্ত ব্যাংক এশিয়ার খেলাপি ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে প্রায় ৩,৬৩২ কোটি টাকা, যা আগের বছরের তুলনায় প্রায় ৭১৩ কোটি টাকা বেশি। এই ঋণ বেড়ে যাওয়ায় ২০২৪ সালে ব্যাংকটিকে ৫৮% বেশি প্রভিশন, অর্থাৎ ১,০৭৬ কোটি টাকা সংরক্ষণ করতে হয়েছে।

ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সোহেল আরকে হোসেন বলেন, “আইন অনুযায়ী ঋণের কিস্তি যথাসময়ে পরিশোধ না করায় ঋণটি খেলাপি হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। তাই আদালতের নির্দেশে আমরা নিলামের উদ্যোগ নিয়েছি। তবে এখনো আলোচনার পথ খোলা রয়েছে। প্রতিষ্ঠানটি যদি নিলামের পূর্বে ঋণ শোধ করে, তবে আমরা নিলাম স্থগিত করব।”

তিনি আরও বলেন, “যারা ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হন, তাদের অবশ্যই আইনি পরিণতি ভোগ করতে হবে। তাই প্রতিষ্ঠানের বর্তমান মালিকদের জন্য শ্রেয় হবে সময়মতো দায় পরিশোধ করা।”

অন্যদিকে, রুবেল আজিজ বলেন, “করোনা মহামারির পর থেকেই আমাদের ব্যবসা নানা চ্যালেঞ্জের মুখে রয়েছে। বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সংকট এবং দেশের বর্তমান পরিবেশ ব্যবসাবান্ধব নয়। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ডলার সংকট, যার কারণে ব্যাংক আমাদের এলসি (লেটার অব ক্রেডিট) খুলতে পারেনি। এতে আমাদের আমদানি কার্যক্রম বিঘ্নিত হয়েছে।”

তিনি আরও যোগ করেন, “আমাদের কোনো প্রতিষ্ঠান আগে কখনো ঋণ খেলাপি হয়নি। এবারও আমরা নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই এই ঋণ পরিশোধ করব বলে প্রত্যাশা করছি।”

ঢাকার মহাখালী শাখা থেকে এই নিলাম কার্যক্রম শুরু হয়েছে মানি লোন কোর্ট অ্যাক্ট ২০০৩ অনুযায়ী। ব্যাংক জানিয়েছে, দরপত্র জমার শেষ সময় ৩ আগস্ট ২০২৫ পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়েছে।

নিলামে তোলা সম্পদের মধ্যে রয়েছে ঢাকা ও গাজীপুরে অবস্থিত ২৫৯.৩৬ ডেসিমাল জমি ও একাধিক কারখানা ভবন। বন্ধকদাতাদের মধ্যে আছেন রুবেল আজিজ, পারটেক্স গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা মরহুম এমএ হাশেম এবং আরও পাঁচজন।

পারটেক্স কোল প্রতিষ্ঠিত হয় ২০১৪ সালের ডিসেম্বরে এবং ২০১৫ সালের মার্চ থেকে এর বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু হয়। প্রতিষ্ঠানটি মূলত ইন্দোনেশিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে কয়লা আমদানি করে, যা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ইটভাটা ও অন্যান্য খাতে সরবরাহ করা হয়। বর্তমানে তাদের রয়েছে সাতটি বিক্রয়কেন্দ্র।